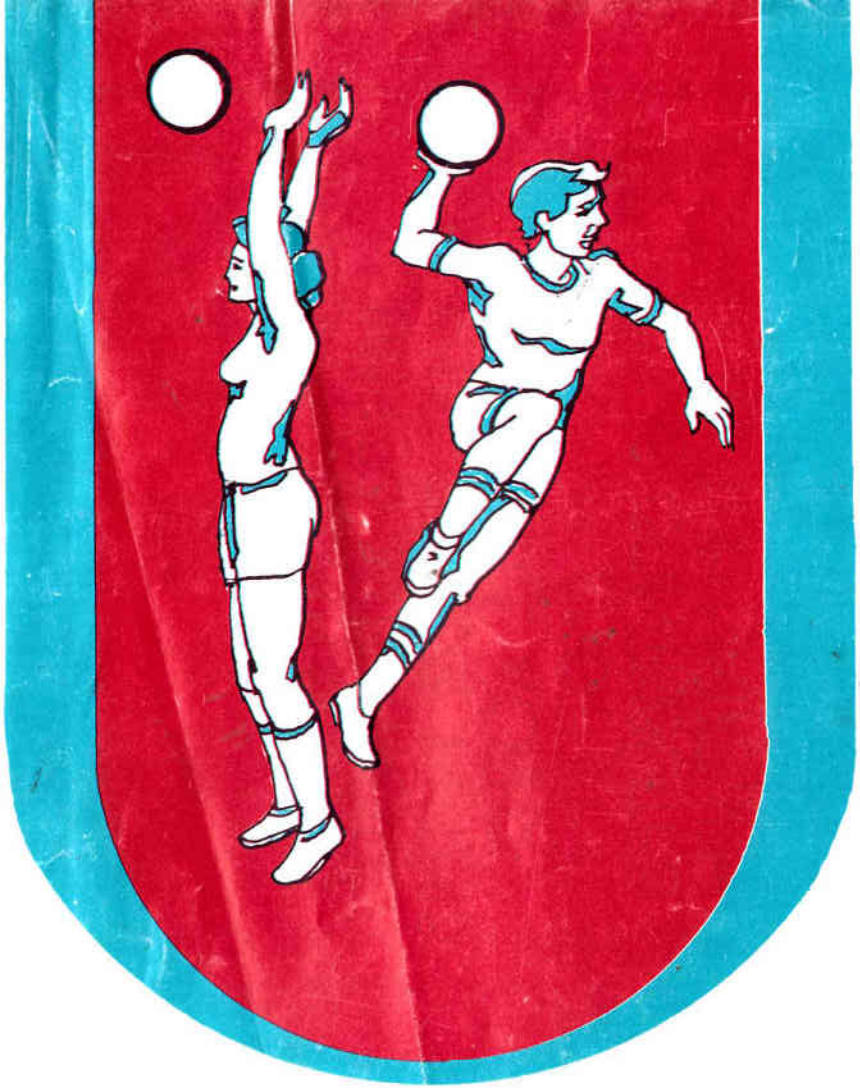

৩য় পুরুষ ও ৪র্থ মহিলা

জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ ১৯৮৬

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন

BANGLADESH HAND BALL FEDARATION

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পুরুষ ও মহিলা হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা ১৯৮৬ উপলক্ষে একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এদেশে হ্যাণ্ডবল খেলা মাত্র কিছুদিন আগে শুরু করা হয়েছিল কিন্তু এরি মধ্যে খেলাটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সীমিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে হ্যাণ্ডবলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বহু বাঁধা বিপত্তি কাটিয়ে হ্যাণ্ডবল এখন বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠিত খেলা।

আমাদের হ্যাণ্ডবল দল ইতিমধ্যে বেশ কয়টি বিদেশী দলের সাথেও সাফল্য জনকভাবে মোকাবেলা করেছে। আমি আশা করি সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য খেলা হবে।

আমি ৩য় জাতীয় পুরুষ ও চতুর্থ জাতীয় মহিলা হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করছি।

রিয়ার এডমিরাল সুলতান আহ্‌মদ
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর বাণী

খেলাধুলাই জাতির প্রাণ। সরকার সারাদেশে খেলাধুলায় উন্নয়ণে প্রচুর উৎসাহ দিচ্ছেন। আমাদের তরুণ তরুণীরা যাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খেলাধুলায় মাধ্যমে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারেন তার জন্য সীমিত সম্পদ সত্বেও যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা প্রদান করছেন।

হ্যাণ্ডবল একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক খেলা। স্বল্প দিনের মধ্যে খেলাটি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে আমি খুবই আনন্দিত। মহিলারাও এই খেলায় অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করছেন দেখে আমি খুশী হয়েছি। বেশ কয়টি বিদেশী হ্যাণ্ডবল দলও বাংলাদেশে এসে খেলে গেছে। আমি মনে করি শীঘ্র এই সহজ সুন্দর খেলাটি বাংলাদেশের একটি প্রধান খেলা হিসাবে পরিগণিত হবে।

আমি ৩য় জাতীয় পুরুষও ৪র্থ জাতীয় মহিলা হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জাকির খান চৌধুরী
মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রীর বাণী

হ্যাণ্ডবল খেলা একটি আকর্ষণীয় খেলা যা উত্তেজনায় ভরপুর। বেশ কয়েকটি হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল। খেলাটি খুবই সহজ এবং অল্প জায়গার দরকার হয়। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে যেখানে ক্রীড়া সামগ্রীর স্বল্পতা রয়েছে, খেলার বিশাল জায়গার অভাব, সেখানে হ্যাণ্ডবলের মত একটি সহজ সুলভ খেলা গ্রামে-গঞ্জে চতুর্দিকে অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি খেলাটি বিভিন্ন জেলা-উপজেলাতে প্রসার লাভ করেছে। মেয়েদের জন্য খেলাটি উপযোগী হবে বলে মনে করি।

আমি হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করি এবং আসন্ন জাতীয় পুরুষ ও মহিলা হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতার শুভ কামনা করছি।

শেখ শহীদুল ইসলাম
উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর বাণী

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের উদ্যোগে ঢাকা হ্যাণ্ডবল মাঠে জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি সবিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

হ্যাণডবল বিশ্ব অলিম্পিকেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা হিসাবে স্বীকৃত। আমাদের দেশে এ খেলার প্রচলণ খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এ খেলা দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে প্রতিটি জেলায় ও উপজেলায় এ খেলার অনুশীলন চলছে।

কম খরচেই এ খেদলার ব্যবস্থা করা সম্ভব আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে এ খেলা বিশেষ উপযোগী এবং আমাদের দেশে এ খেলার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের খেলোয়াড়গণ কয়েকটি বিদেশী দলের বিরুদ্ধে খেলে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। আমি আশা করি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের হ্যাণ্ডবল খেলোয়াড়গণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমি ও হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সফল সমাপ্তি কামনা করি।

সফিকুল গনি স্বপন
পৃষ্ঠপোষক
বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন

জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতির বাণী

তৃতীয় জাতীয় পুরুষ হ্যাণ্ডবল এবং চতুর্থ জাতীয় মহিলা হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

এই আন্তর্জাতিক খেলাটি মাত্র দু'বছর আগে বাংলাদেশে শুরু করা হলেও এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দিকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মহিলারাও হ্যাণ্ডবল খেলায় এগিয়ে আসছেন দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি। আমি এই খেলাটি বিশেষ করে মহিলাদের জন্য খুবই উপযোগী খেলা বলে মনে করি। হ্যাণ্ডবলের উদ্যোক্তারা খেলাটিকে যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারেন।, তার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য অনুরোধ করছি। কারণ খেলাটি সহজ এবং সস্তা বিধায় মফস্বল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা অতি সহজেই এতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে পারে।

আমি বাংলাদেশে হ্যাণ্ডবলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মেজর জেনারেল কে এম আবদুল ওয়াহেদ পি এস সি
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া নিয়ণ্ত্রণ বোর্ড

হ্যাণ্ডবল সভাপতির বাণী

বিশ্ব অলিম্পিকের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ খেলা হ্যাণ্ডবল এখন বাংলাদেশের অতি পরিচিত খেলা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই খেলাটি প্রায় প্রতিটি জেলার দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের খেলোয়াড়রা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করার সুযোগও পেয়েছে। নেপাল, সুইডেন ও পশ্চিমবংগ দলের পুরুষ ও মহিলা দলকে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে যে নবীন হলেও বাংলাদেশের হ্যাণ্ডবল খেলোয়াড়রা অভিজ্ঞ দেশগুলোর খেলোয়াড় থেকে গুনেমানে মোটেই পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশের জন্য হ্যাণ্ডবল খুবই উপযোগী খেলা। কারণ এতে ব্যয় বহুর ক্রীড়া সামগ্রীর দরকার পড়েনা, এ ছাড়া ইহা একটি স্বল্প পরিসরের খেলাও বটে।

ক্রীড়া সামগ্রীর উচ্চ মূল্য যেখানে দরিদ্র বাংলাদেশে খেলাধূলার প্রসারে বিরাট বাঁধা, সেখানে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে সস্তা আন্তর্জাতিক খেলা হ্যাণ্ডবলের প্রবর্তণ আমাদের দেশে সর্বস্তরে খেলাধূলার প্রসারে বিরাট সহায়ক হবে বলেই মনে করি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বছর মহিলা জাতীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ও হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল পপুরুষ ও মহিলা দলের সদস্য-সদস্যাবৃন্দকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতা সফল ও আকর্ষণীয় হবে, এই প্রত্যাশা করি।

লেঃ কর্ণেল এম এ হামিদ (অবঃ) পি এস সি
সভাপতি
বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

বাংলাদেশের খেলাধুলায় হ্যাণ্ডবল নতুন সংযোজন হলেও এই খেলাটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

হ্যাণ্ডবল খেলা বর্তমানে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে— এটা খুবই খুশীর কথা। এই খেলাটি দিনে দিনে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠুক, আমরা সকলেই তাই কামনা করি।

বছর কয়েক আগে অত্যন্ত শ্লথগতিতে এ খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য আমরা এগিয়ে এসেছিলাম। ব্যবস্থা করেছিলাম খেলাটি অনুষ্ঠানের। বাধা-বিপত্তি এসেছিলো প্রচুর কিন্তু তার চাইতেও বেশী এসেছিলো খেলোয়াড়দের উৎসাহ। যার দরুন খেলাটি অত্যন্ত স্বল্প সময়ে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। ইতিমধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা এ খেলায় কিছুটা কৃতিত্বও দেখিয়েছে বৈকি। আজ এ কথা বলা যায় যে, আমাদের হ্যাণ্ডবল খেলোয়াড় ছেলেমেয়েরা যদি সহনশীলতার সাথে নিয়মিত অনুশীলনে নিবেদিত হয় তাহলে তাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সবশেষে এবারের জাতীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলসমূহের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের জানাই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ। সেই সাথে এবারের প্রতিযোগিতা সফল করে তোলার ব্যাপারে আমাকে যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এম, আকবর আলী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের উদ্যোগে আগামী ১-৩-৮৬ইং হতে ৫-৩-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত তৃতীয় জাতীয় হ্যাণ্ডবল (পুরুষ) এবং চতুর্থ জাতীয় হ্যাণ্ডবল (মহিলা) চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

হ্যাণ্ডবল খেলাটি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং খেলোয়াড়বৃন্দ এর মান উন্নয়নে যথেষ্ট তৎপর হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। জাতীয় এ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দল তাঁদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে আমাদের সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আরো উজ্জীবিত করবে বলে আমি আশা রাখি। মহিলা এবং পুরুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে দেশকে গৌরব এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ প্রচেষ্টাকে সামনে রেখেই আমরা সবাই কাজ করে যাচ্ছি। এ মহৎ প্রচেষ্টা সফল হোক সকলের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন এবং মহিলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় উক্ত প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাপ্ত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাদের নিরলস এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ অনুষ্ঠানটি সুন্দর হলো, সফল হলো, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই।

হামিদা আলী
সভানেত্রী
বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

মহিলাদের মধ্যে হ্যাণ্ডবল খেলার প্রচলন যদিও সাম্প্রতিককালেই হয়েছে তবুও এই খেলার প্রসার ও জনপ্রিয়তা মেয়েদের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা আশা করি অন্যান্য খেলার মত এই খেলাও তার নিজস্ব আসন অচিরেই তৈরী করে নেবে।

হ্যাণ্ডবল খেলার প্রসারের জন্যে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ প্রয়াস আমাদের দেশের মহিলাদের সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এই প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ফেরদৌস আরা খানম
সাধারণ সম্পাদিকা
বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

স্মরণিকা কমিটির চেয়ারম্যানের বক্তব্য

হ্যাণ্ডবল আজ সর্বজনবিদিত একটি আন্তর্জাতিক খেলা। ১৯৪৬ সালে হ্যাণ্ডবল খেলার প্রথম প্রচলন হয় এবং ১৯৭২ সাল থেকে এই খেলাটিকে বিশ্ব অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশে প্রথম হ্যাণ্ডবল খেলার প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯৮২ সালের জুন মাসে। জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সহসভাপতি কর্তৃক আয়োজিত এক প্রদর্শনী খেলার মধ্য দিয়ে হ্যাণ্ডবলের যাত্রা শুরু — এবং ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই খেলার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল এসোসিয়েশন। ১৯৮৪ সালে এই এসোসিয়েশন ফেডারেশনরূপে স্বীকৃতি পায়। এবং এই ফেডারেশন এখন পর্যন্ত কোনপ্রকার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে খেলাটিকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার এবং জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে হ্যাণ্ডবল বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয়। এই সহজ ও সস্তা খেলাটিকে আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার যথেষ্ঠ প্রয়োজন রয়েছে। উন্নত প্রশিক্ষণের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে এদেশের হ্যাণ্ডবলের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সবশেষে স্মরণিকা উপকমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় পুরুষ ও চতুর্থ মহিলা জাতীয় হ্যাণ্ডবল চাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং এই আসন্ন প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু ও সফল সমাপ্তি কামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

মুস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান
স্মরণিকা কমিটি

হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এম এ হামিদ পি এস সি
সভাপতি
জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী
সহ-সভাপতি
মেজর (অবঃ) আলতাফুর রহমান
সহ-সভাপতি
এম· আকবর আলী
সাধারণ সম্পাদক
আসাদুজ্জামান কহিনুর
যুগ্ম সম্পাদক
এম· রেজা
সদস্য
দলিলউদ্দিন আহম্মদ
সদস্য
মিসেস রওশন আরা ওয়াজহি
সদস্যা
খোরশেদ আলী
সদস্য
শরীফুল মুসলেমীন খান
সদস্য
ইন্সপেক্টর এম এ জলিল
টাইগার অব বেঙ্গল
সদস্য
এম বি খান মজলিশ,
সদস্য
আয়েছ খান
সদস্য
মোঃ আশ্রাফউদ্দিন
কোষাধ্যক্ষ
মেজর আফছার কামাল চৌধুরী
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাইফেলস্
মুনির ইকবাল হামিদ
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আনসার
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ কে এম কামালউদ্দিন
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী
প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ

অংশগ্রহনকারী দলসমূহঃ

পুরুষ

দল	কোচ	ম্যানেজার
১ বাংলাদেশ রাইফেল্‌স্	হাবিলদার আব্দুররউফ খান	মেজর আফসার কামাল চৌধু
২ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	ক্যান হেলেরাপ	কে কে এম কামালউদ্দিন আ
৩ বাংলাদেশ আনসার	আলী আজগর খান	সামশুজামান
৪ বাংলাদেশ পুলিশ	এম. এ. জলিল	এম. এ. জলিল
৫ যশোর জেলা ক্রীড়া সংস্থা	হাসানুজামান	জাকির হোসেন খান
৬ কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা	রফিকুল রহমান	আবদুর রাজ্জাক
৭ জীবন বীমা কর্পোরেশন	সালাহউদ্দিন আহমেদ	আব্দুল আউয়াল
৮ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মোজাহিদুল ইসলাম	ফারুক মাহমুদ হোসেন
৯ মহানগরী ক্রীড়া সংস্থা	এম. এ. জলিল	—
১০ জয়পুরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থা	খ. ম. আব্দুল হাসনাত	সৈয়দ আলী সরকার

মহিলা

১ বাংলাদেশ আনসার	ইকবাল হোসেন খান	সামশুজামান খান
২ খুলনা ডি. এস. এ	আয়েছ খান	মিসেস হোসনে আরা খান
৩ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	ওয়াসিম খান	ক্যাপ্টেন মুন্সী নূর
৪ রাংগামাটি ডি. এস. এ	খোকন দে	দয়াল দে
৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মোজাহিদ হোসেন	রাজিয়া বেগম
৬ যশোহর ডি. এস. এ	সৈয়দ আলী আনোয়ার	সুরাইয়া বেগম
৭ বাংলাদেশ পুলিশ	এম. এ. জলিল	এম. এ. জলিল
৮ জয়পুরহাট ডি. এস. এ	নাসরিন আখতার	সৈয়দ আলী সরকার

৩য় জাতীয় (পুরুষ) ও ৪র্থ জাতীয় (মহিলা) হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা ১৯৮৬

টুর্নামেন্ট কমিটিঃ

১। লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এম এ হামিদ পি এস সি	চেয়ারম্যান
২। মেজর (অবঃ) আলতাফুর রহমান	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩। জনাব জিয়াউল চৌধুরী	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪। জনাব মুস্তাফিজুর রহমান	ভাইস-চেয়ারম্যান
৫। জনাব এম আকবর আলী	আহবায়ক
৬। জনাব শামসুল ইসলাম	সদস্য
৭। জনাব আসাদুজ্জামান কহিনুর	সদস্য
৮। জনাব আশ্রাফ উদ্দিন	সদস্য
৯। জনাব এম রেজা	সদস্য
১০। মিসেস রওশন আরা ওয়াজহি	সদস্যা
১১। জনাব দলিল উদ্দিন আহম্মদ	সদস্য
১২। মিসেস হামিদা আলী	সদস্যা
১৩। মিসেস হোসনে আরা খান	সদস্যা
১৪। মিসেস ফেরদৌস আরা খানম	সদস্যা
১৫। মিসেস জাহেদা আলী	সদস্যা
১৬। জনাব এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য
১৭। জনাব মোঃ শরীফুল মুসলেমীন খান	সদস্য
১৮। জনাব সিদ্দিকুর রহমান মুন্সী	সদস্য
১৯। জনাব ওয়াসিম খান	সদস্য
২০। জনাব আয়েছ খান	সদস্য
২১। মিঃ ক্যান হেলেরাপ	সদস্য
২২। মিস জিনাত আহমেদ	সদস্যা

সাব কমিটি

স্মরণিকা কমিটিঃ

১। জনাব মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
২। জনাব আসাদুজ্জামান কহিনুর	আহবায়ক
৩। জনাব এস এম আকবর আলী	সদস্য
৪। জনাব সুবীর কুশারী	সদস্য
৫। মিস জিনাত আহমেদ	সদস্যা
৬। জনাব এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য
৭। জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন	সদস্য
৮। জনাব শেখ নাসিম আলী	সদস্য

বাসস্থান কমিটিঃ

১। মেজর (অবঃ) আলতাফুর রহমান	চেয়ারম্যান
২। জনাব সিদ্দিকুর রহমান	আহবায়ক
৩। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সদস্য
৪। জনাব মোঃ রুহুল আমীন	সদস্য
৫। জনাব আবদুস সাত্তার	সদস্য
৬। মিসেস হামিদা বেগম	সদস্যা
৭। মিসেস রাবেয়া খাতুন	সদস্যা
৮। মিসেস ফরিদা বেগম	সদস্যা

ট্রান্সপোর্ট কমিটিঃ

১। মিসেস রওশন আরা ওয়াজহি	চেয়ারম্যান
২। ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুনির ইকবাল হামিদ	আহবায়ক
৩। জনাব শেখ নাসিম আলী	সদস্য
৪। জনাব আসাদুজ্জামান কহিনুর	সদস্য
৫। জনাব আহসান উল্লাহ (হাসান)	সদস্য

মহিলা বিষয়ক কমিটিঃ

১। মিসেস হামিদা আলী	চেয়ারম্যান
২। মিসেস ফেরদৌস আরা খানম	আহবায়ক
৩। মিস জিনাত আহমেদ	সদস্যা
৪। মিসেস শিরিন সিদ্দিকা	সদস্যা

ফাইন্যান্স কমিটিঃ

১। জনাব এম আকবর আলী	চেয়ারম্যান
২। জনাব বদরউদ্দিন আহম্মদ	আহবায়ক
৩। জনাব আশ্রাফ উদ্দিন	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শরীফুল মুসলেমীন খান	সদস্য
৫। জনাব আবদুর রহমান সরকার	সদস্য

রেফারী বণ্টন কমিটিঃ

১। জনাব মোঃ আলী আজগর খান	চেয়ারম্যান
২। জনাব এম এ জলিল (টাইগার অব বেঙ্গল)	আহবায়ক
৩। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সদস্য
৪। ফ্লাইট লেঃ সামছুর রহমান	সদস্য
৫। জনাব মোঃ কাওসার	সদস্য

অভ্যর্থনা কমিটিঃ

১। জনাব এম রেজা	চেয়ারম্যান
২। জনাব শেখ নাসিম আলী	আহবায়ক
৩। জনাব এস এম আকবর আলী	সদস্য
৪। জনাব মোঃ শামসুজ্জামান	সদস্য
৫। জনাব ইকবাল হোসেন	সদস্য
৬। মিসেস জাহেদা আলী	সদস্যা
৭। মিসেস ফরিদা আক্তার	সদস্যা
৮। মিসেস শামসুন্নেহার আলী	সদস্যা

প্রেস ও পাবলিকেশন কমিটিঃ

১। জনাব সোলায়মান	চেয়ারম্যান
২। জনাব গোলাম মাহমুদ (মামুন)	আহবায়ক
৩। জনাব মোঃ এনামুল হক চৌধুরী	সদস্য
৪। জনাব খুররম রাজ	সদস্য
৫। জনাব মিলকি	সদস্য
৬। জনাব মুস্তাফিজুর রহমান	সদস্য
৭। জনাব এ এম আকবর আলী	সদস্য

মেডিকেল কমিটিঃ

১। ডাঃ আব্বাস
২। ডাঃ আসাদুজ্জামান
৩। ডাঃ ইয়াহিয়া
৪। মিসেস কোরেশী (রেডক্রস)

টেকনিক্যাল ও শৃংখলা কমিটিঃ

১। জনাব এম আকবর আলী
২। জনাব ওয়াসিম খান
৩। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
৪। জনাব আসাদুজ্জামান কহিনুর
৬। জনাব মোঃ আশ্রাফ উদ্দিন
৭। জনাব সিদ্দিকুর রহমান মুন্সী
৮। জনাব ওয়াসিম খান
৯। জনাব মোঃ কাওসার
১০। মিঃ ক্যান হেলেরাপ

আইন-শৃংখলা কমিটিঃ

১। জনাব ওসমান আলী খান
২। জনাব এরশাদ আলী এ সি (পেট্রল)
৩। জনাব চান্দ খান
৪। জনাব এম আকবর আলী (পদাধিকারবলে)
৫। জনাব ওয়াসিম খান
৬। জনাব এস এম আকবর আলী

ফিকচার কমিটিঃ

১। জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী
২। জনাব মোঃ আলী আজগর খান
৩। জনাব কাজী মঈনুজ্জামান (পিলা)
৪। জনাব আসাদুজ্জামান কহিনুর
৫। জনাব ওয়াসিম খান

গ্রাউণ্ড কমিটিঃ

১। মেজর (অবঃ) আমিনুল ইসলাম
২। জনাব সিদ্দিকুর রহমান
৩। জনাব ওয়াসিম খান
৪। জনাব সাঈদ আহমেদ
৫। জনাব মোঃ আজাদ
৬। জনাব আহসান উল্লাহ (হাসান)

চেয়ারম্যান
আহবায়ক
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য

চেয়ারম্যান
আহবায়ক
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য

চেয়ারম্যান
আহবায়ক
সদস্য
সদস্য
সদস্য

চেয়ারম্যান
আহবায়ক
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য

বাংলাদেশে হ্যাণ্ডবলের সূচনা

বাংলাদেশে প্রথম হ্যাণ্ডবল খেলার প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯৮২ সনের জুন মাসে। জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সহ-সভাপতি কর্তৃক আয়োজিত এক প্রদর্শনী হ্যাণ্ডবল খেলার মাধ্যমে শুরু হয় প্রথম যাত্রা। এর পরেই শুরু হয় উৎসাহী প্রায় ৩০ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বোর্ডের তৎকালীন সভাপতি লেঃ কর্ণেল রেজাউল জলিল। প্রশিক্ষণ কাজের দায়িত্বে ছিলেন জনাব মাহতাবুর রহমান বুলবুল, জনাব আলী আজগর খান ও ঢাকায় অবস্থানরত জার্মানের জাতীয় দলের খেলোয়াড় খালেদ ওয়ালেদ। এর পাশাপাশি মহিলা ক্রীড়া সংস্থাও মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশে প্রথম হ্যাণ্ডবল লীগের আয়োজন করে ঢাকা মহানগরী ক্রীড়া সংস্থা। '৮২-র অক্টোবরে প্রথম মহিলাদের ও নভেম্বরে পুরুষদের লীগের মধ্য দিয়ে এদেশে হ্যাণ্ডবল খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিশেষ করে পুরুষদের এই লীগ খেলা ছিল জমজমাট ও আকর্ষণীয়। এতে ১৩টি দল অংশ নিয়েছিল। প্রতিদিন দর্শকরা হ্যাণ্ডবল খেলা অত্যন্ত আগ্রহভরে উপভোগ করেন। '৮৩-র জুনে ১২টি দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বর্ষাকালীন হ্যাণ্ডবল টুর্নামেন্ট। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ রাইফেলস্ ও রানার্স-আপ হয় ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স। এ ছাড়া ঐ সময় মহিলাদেরও বর্ষাকালীন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে আনসার দল চ্যাম্পিয়ন ও আবাহনী রানার্স-আপ হয়। একই সময় মিসেস খানের প্রচেষ্টায় খুলনায় মেয়েদের মধ্যেও হ্যাণ্ডবল খেলা ছড়িয়ে পড়ে।

'৮৩-র নভেম্বরে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় মহানগরী হ্যাণ্ডবল লীগ। মোট ২০টি দল নিয়ে এই লীগ অনুষ্ঠিত হয়। বিমান বাহিনী চ্যাম্পিয়ন ও বাংলাদেশ রাইফেলস রানার্স-আপ হয়েছিল। বিমান বাহিনী প্রথম মহানগরী হ্যাণ্ডবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো। মহিলাদের লীগে রাদার্স চ্যাম্পিয়ন ও আনসার দল রানার্স আপ হয়েছিলো। এ ছাড়াও '৮৩ সনে কিশোর হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হ্যাণ্ডবল খেলার উন্নয়ন, প্রসার ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে '৮৩-র সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল এসোসিয়েশন গঠিত হয়। উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের সভাপতিত্বে প্রাক্তন সংসদ ভবনের সভাকক্ষে উৎসাহী হ্যাণ্ডবল কর্মকর্তাবৃন্দ ও পৃষ্ঠপোষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে লেঃ কর্ণেল এম এ হালিমকে সভাপতি করে এবং জনাব এম, আকবর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল এসোসিয়েশন গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এডমিরাল এম, এ, খান এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হন। এভাবে দ্রুত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বাংলাদেশে হ্যাণ্ডবলের গোড়াপত্তন ঘটে।

প্রথমদিকে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য-সহায়তা ছাড়াই হ্যাণ্ডবল এসোসিয়েশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও ট্রেনিং অতি কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়ে যেতে থাকে। অতঃপর ১৯৮৪ সালে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড খেলাটির বিপুল জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে এর স্বীকৃতি প্রদান করলে পূর্ণ উদ্যোগে হ্যাণ্ডবলের বিকাশ লাভের সুযোগ ঘটে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মেঃ জেনারেল ওয়াহেদ হ্যাণ্ডবলের জন্য একটি মাঠ এবং অফিস কক্ষ বরাদ্দ করে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। ১৯৮৪ সালে এশিয়ান হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনও বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দান করে। ১৯৮৩ সনে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগেই প্রথম জাতীয় মহিলা প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বছর ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে পুরুষদের প্রথম জাতীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

এর পর থেকে নিয়মিতভাবে হ্যাণ্ডবল টুর্নামেন্ট ঢাকা এবং দেশের বাইরে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ফেডারেশনের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি কোচিং কোর্সেরও আয়োজন করা হয়। ওদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহজ-সস্তা ও স্বল্প পরিসরের এই খেলাটি স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত মনে করে নিয়মিত আন্তঃস্কুল খেলা হিসেবে চালু করেন।

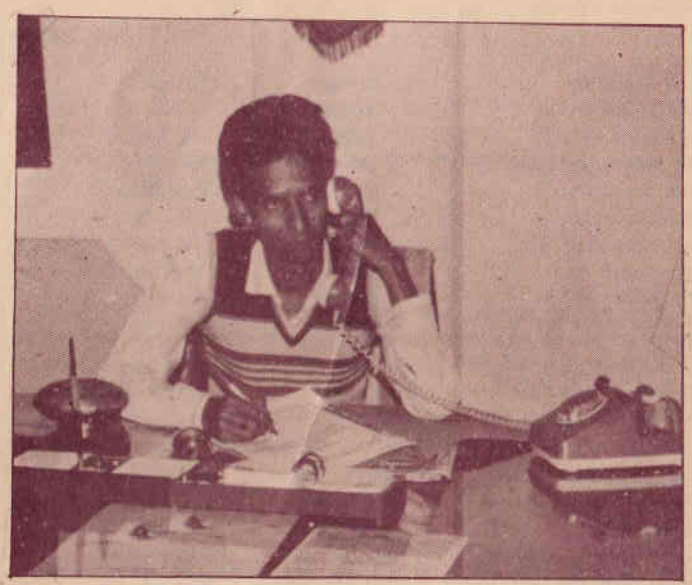

১৯৮৫ সালে পশ্চিমবংগ এবং সুইডেন থেকে দু'টি পুরুষ ও মহিলা দল বাংলাদেশ সফরে আসে। বিশেষ করে ইউরোপীয় দল সুইডেনের শক্তিশালী ডেনত্রুপ সোলনা ক্লাবের বাংলাদেশ সফর যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে। আমাদের খেলোয়াড়রা এই প্রথম আন্তর্জাতিক খেলার আস্বাদ পায়। গত বছর আমাদের দু'টি দল বি, ডি, আর, পুরুষ ও বাংলাদেশ আনসারের মহিলা দল নেপাল সফর করে। উভয় দলই নেপালের জাতীয় বাছাই দলকে হারিয়ে দেয়।

সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং আর্থিক সম্বল নিয়ে হ্যাণ্ডবলের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। এরই মধ্যে প্রায় সর্বত্র হ্যাণ্ডবল খেলোয়াড়দের পদধ্বনি শুরু হয়েছে। হ্যাণ্ডবল আজ বাংলাদেশের একটি স্বীকৃত খেলা। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্র বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল দলের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে।

আসাদুজ্জামান কহিনুর

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা

পুরুষ

	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স-আপ
১। ১৯৮২ ঢাকা মহানগরী লীগ	বিমানবাহিনী	বি·ডি·আর
২। ১৯৮৩ ঢাকা মহানগরী লীগ	বিমানবাহিনী	বি·ডি·আর
৩। ১৯৮৩ বাটা হ্যাণ্ডবল	বি·ডি·আর	ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স
৪। ১৯৮৪ ১ম জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পঃ	বি·ডি·আর	বিমানবাহিনী
৫। ১৯৮৪ ঢাকা মহানগরী লীগ	বি·ডি·আর	ব্রাদার্স ইউনিয়ন
৬। ১৯৮৪ শীতকালীন হ্যাণ্ডবল	বি·ডি·আর	বি·টি·এম·সি·
৭। ১৯৮৫ ২য় জাতীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিঃ	বি·ডি·আর	বি·টি·এম·সি·
৮। ১৯৮৫ ঢাকা মহানগরী লীগ	বি·ডি·আর	ঢাকা ওয়াণ্ডারার্স
৯। ১৯৮৫ বাটা স্কুল হ্যাণ্ডবল	সেন্টগ্রেগরী	লালমাটিয়া
জুনিয়ার হ্যাণ্ডবল লীগ	উচ্চবিদ্যালয়	উচ্চবিদ্যালয়

মহিলা

১। ১৯৮২ ১ম ঢাকা মহানগরী লীগ	বাংলাদেশ আনসার	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং
২। ১৯৮৩ ১ম জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ	ঢাকা মহানগরী	খুলনা জেলা
৩। ১৯৮৩ মহানগরী লীগ	ব্রাদার্স ইউনিয়ন	ক্রীড়া সংস্থা
৪। ১৯৮৪ ২য় জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ	আনসার	বাংলাদেশ আনসার
৫। ১৯৮৪ উন্মুক্ত হ্যাণ্ডবল লীগ	ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব	খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা
৬। ১৯৮৫ ৩য় জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপ	আনসার	আনসার
৭। ১৯৮৫ আন্তঃবিভাগীয় মহিলা হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা	,,	খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা

এ ছাড়া শিশু-কিশোর ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত দুটি লীগ খেলা পরিচালিত হয়.

আন্তঃবিভাগীয় হ্যাণ্ডবল

খুলনায় অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আন্তঃবিভাগীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাইকৃত মোট ৭টি মহিলা দল এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এবং খুলনা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী'৮৬ তারিখ বিকাল ৩ ঘটিকায় প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম। অংশগ্রহণকারী দলগুলো ছিলো যশোহর, রাংগামাটি, খুলনা, টাংগাইল, নারায়ণগঞ্জ ও বাংলাদেশ আনসার দল।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে মহিলাদের হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ আনসার দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খুলনা জেলা মহিলা দলকে ১৩-১২ গোলে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি লাভ করে। এ খেলায় সর্বোচ্চ গোলদাতারা হচ্ছেঃ শিরিন ৩০, শামীমা ২৭, তন্দ্রা ২৭ ও ইভা ২৫টি গোল। বাংলাদেশ আনসারের শাহীন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন জনাব নজরুল ইসলাম ও নুরুল ইসলাম।

মহিলাদের প্রতিযোগিতামূলক হ্যাণ্ডবল খুলনার ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

হ্যাণ্ডবলের টুকিটাকি

ফার্স্ট ওয়ার্নিং ঃ

ঢাকা মেট্রোপলিশ মহিলা হ্যাণ্ডবল লীগ। মহিলা পুলিশ দলের সাথে ব্রাদার্স ইউনিয়নের খেলা চলছিল। খেলা একপর্যায়ে তীব্র উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠে। উভয় দলের মহিলারা গোল দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। পুলিশ দলের মোটামোটা মহিলা খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগ ছিল মহিলা সার্জেন্ট অফিসার। রেফারী তাদের বিরুদ্ধেদধ কয়েকবার ফাউলের নির্দেশ দিলে তাদের পুলিশী মেজাজ গরম হয়ে উঠে। একজন মহিলা খেলোয়াড় রেফারীকে উদ্দেশ্য করে তর্জনী উঠিয়ে বলেন, "ফার্স্ট ওয়ার্নিং ফর ইউ, রেফারী।"

রেড কার্ড ঃ

বৃদ্ধ মন্দির টীমের খেলা। মাথায় সাদা চুল, ঢিলা শার্ট-প্যান্ট গায়ে ইসাক চৌধুরী টীম ম্যানেজার। মাঠের সাইড লাইনে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে ও চিল্লাচিল্লি করে টীমকে গাইড করায় রেফারী তাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দেন এবং মাঠের বাইরে থাকতে নির্দেশ দেন। রাগে গরগর করে চৌধুরীকে বলতে শুনা যায় "বেটা আমাকে হলুদ কার্ড দেখায়, কি সাহস! আমিও রেফারীকে রেড কার্ড দেখাইয়া ছাড়ুম।"

দেশী কায়দা ঃ

সুইডেন বাংলাদেশে এলে প্রথম খেলার দিন তুমুল তুফান শুরু হয়ে গেল। মাঠের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। তবে টুর্নামেন্ট সেক্রেটারী জনাব আকরাম আলী দমবার পাত্র ছিলেন না। বললেন, খেলা আলবৎ হবে। তিনি বাঁশ তক্তা এনে দেশী কায়দায় মাঠের পানি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খেলা যথাসময়ে শুরু করার ব্যবস্থা নিলেন। বাঁশ দিয়ে মাঠের পানি ঠেলতে দেখে সুইডিশ দল অবাক হয়ে টেলিভিশন ক্যামেরায় ফটো তুলতে লাগল।

ক্ষুদে হাসান ঃ

নবাবপুরের সূর্যোদয় দলের হাসানের বয়স ৩০ এর কাছাকাছি হলেও তার উচ্চতা মাত্র ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। অন্যদিকে ডি, ও, এইচ, এস খেলোয়াড়দের সবাই ছিল দীর্ঘদেহী। ক্ষুদে হাসান ওদেরকে বড়ই বিপাকে ফেলে দেয়, কারণ মাঝে-মধ্যে লম্বা খেলোয়াড়দের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সে স্লিপ মারার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তা দেখে ডি, ও, এইচ, এস দলের চটপটে ম্যানেজার দিশা একদম বেদিশা হয়ে পড়ে এবং তার দলের খেলোয়াড়দের চিৎকার দিয়ে নির্দেশ দেয় "দুই পা চাইপ্যা খেল।"

জ্যোতিষীর পরামর্শ ঃ

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের উদ্যোগে দুইবার বিদেশী টীম আনা হয় এবং স্টেডিয়াম মাঠে খেলার আয়োজন করা হয়। ভাল টিকিট সেল আশা করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবংগ দল ঢাকায় এসে পৌঁছুতেই ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন। আর সুইডিশ দল আসার সাথে সাথেই তুমুল তুফান-বানসহ বৈশাখী ঝড় শুরু হয়ে যায়। এতে দর্শক কম হওয়ায় দু'বারই ফেডারেশনের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়। অতঃপর হ্যাণ্ডবল কর্তৃপক্ষ তৃতীয়বার বিদেশী টীম আনার ব্যাপারে জ্যোতিষ মহাজাতকের পরামর্শ ছাড়া কাজে হাত না দেওয়ার জন্য ফেডারেশনের যুগ্ম সচিব জনাব কহিনুর জোর অভিমত প্রকাশ করেন বলে জানা গেছে।

হাসপাতালে কোচ ঃ

সেন্ট গ্রেগরী বাটা স্কুল সেমিফাইনাল। সকল খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত হয়ে ওয়ার্ম আপ করছে। কিন্তু কোচ ওয়াসিম কৈ? এরকম তো কোন দিন হয়নি। খেলা শেষ হয়ে গেল। তবুও কোচ লাপাত্তা। পরদিন বিকালে কোচের খোঁজ পাওয়া গেল। তবে বাসায় নয়, হাসপাতালে। বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে পৌঁছে যান। মটর সাইকেলে চড়ে কিভাবে ফার্স্ট ব্রেক মেরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবেন, সেই চিন্তা নিয়ে যখন মশগুল, ঠিক তখনই পিছন থেকে এক বেরসিক বাস ধাক্কা দিয়ে তার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটায়।

ফ্লাইয়িং শট ঃ

সুইডিশ দলের গোলকিপার ছিল প্রায় সাত ফুট লম্বা। কোন অবস্থাতেই তাকে গোল দেওয়া যাচ্ছিল না। মুন্সিগঞ্জের খেলায় পেনাল্টি মারার জন্য ডাইভিং স্পেশিয়েলিষ্ট ইকবাল পেনাল্টি পেয়ে ফ্লাইয়িং শট নিয়ে তাকে বিট্ করতে যান। কিন্তু সুইডিশ গোলকিপার ফ্লাইয়িং নেওয়ার সাথে সাথেই ইয়া লম্বা হাত বাড়িয়ে শুন্যের মধ্যেই তার হাত থেকে বল কেড়ে নিলে ইকবাল বল ছুঁড়বার আর সুযোগ পেলেন না।

কাঁঠালের আঠা ঃ

দু'দিন বৃষ্টিভেজা মাঠে খেলে সুইডিশ দল বাংলাদেশীদের সাথে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ভেজা বল বার বার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে রাত্রে গোপন বৈঠক বসল। অবশেষে ক্যান হেলেরাপের পরামর্শে এক ধরনের বিশেষ আঠা হাতে লাগিয়ে তৃতীয় দিন সুইডিশ দলের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা মাঠে নামলেন। সেদিন তাদের কি দাপট! বল আর হাত থেকে ছুটে না। ৩২-১০ গোলে তারা মহানগরীকে অনায়াসে হারিয়ে দিল। তবে এ ধরনের আঠা হাতে লাগানোর ব্যাপারে মহানগরীর কোচ জনাব নজরুল ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন। তাকে একটু সময় দিলে তিনি তার ছেলেদের হাতে কাঁঠালের আঠা লাগিয়ে পাল্টা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছিলেন।

বাংগালী বুদ্ধি ঃ

পশ্চিমবংগ দলে ছিলেন দিল্লী এশিয়াডের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সুখবিন্দর সিং (কারো মতে সুখ বান্দর)। সে একাই ছিল একশো। বেগতিক দেখে বি, ডি, আর এর শ্মশ্রুমণ্ডিত কোচ আসগর আলী তার দলের দু'জন দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়কে ওকে গার্ড দিতে লাগিয়ে দেন। তারা ছায়ার মত সারাক্ষণ তার পিছনে ঘুরতে থাকে। সুখবিন্দর আর গোল করেত পারলেন না। বি, ডি, আর এর সাথে পশ্চিমবংগ দল হেরে গেল। পরে সুখবিন্দর স্বীকার করেন, গত এশিয়াড গেমসেও কোন দল বুদ্ধি করে এই ট্যাকটিস কাজে লাগায়নি। তার ভাষায় এটা ছিল 'বাংগালী বুদ্ধি'।

ধপাস ধপাস ঃ

ঢাকা স্টেডিয়ামে বৃষ্টিভেজা মাঠে সুইডিশ দলের খেলোয়াড়রা বারবার ধপাস ধপাস করে পড়ে যাচ্ছিল, আর তা দেখে দর্শকবৃন্দ খুব উপভোগ করছিলো। লাইনের পাশে বসা সুইডিশ মহিলা খেলোয়াড়রাও মজা করে খুব হাততালি দিচ্ছিল।

একটু পরেই মোটা মোটা বিশালদেহী সুইডিশ মহিলা দল খেলতে নামলে ক্ষুদ্রদেহী চালাক স্থানীয় মহিলা দল এঁকে-বেঁকে তাদের পাশ কাটিয়ে তর তর করে ছুটতে লাগল। তা দেখে পাশে বসা সুইডিশ পুরুষ দল খুব হাততালি দিতে লাগল।

বি· ডি· আর· এর নেপাল সফরের অভিজ্ঞতা

দেশের শ্রেষ্ঠ হ্যাণ্ডবল দল বাংলাদেশ রাইফেলস্ গতবছর এপ্রিল মাসে বিমানযোগে নেপাল সফরে যায়। সেখানে তারা নেপাল জাতীয় বাছাই দলের সাথে তিনটি প্রদর্শনী খেলায় অবতীর্ণ হয়। প্রথম খেলায় তারা নেপালের শক্তিশালী কাঠমুণ্ডু সিটি দলের সাথে ২৬-১৮ গোলে বিজয়ী হয়।

দ্বিতীয় খেলা হয় নেপাল বাছাই দলের সাথে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই খেলায় ১৬-১৭ গোলে হেরে যায়। নেপালী রেফারীর পক্ষপাতিত্বমূলক খেলা পরিচালনার দরুন বি ডি আর দল অনেক গোলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

তৃতীয় খেলা ২য় নেপাল বাছাই দলের সাথে কাঠমুণ্ডু স্টেডিয়ামে। শেষ খেলায় বি ডি আর দল জাগ্রত ব্যাঘ্রের মত খেলে নেপাল দলকে ১৮-৯ গোলের ব্যবধানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এইদিন বাংলাদেশ রাইফেলস্ দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের অপূর্ব ভঙ্গি ও ক্ষিপ্র গতি নেপাল দলকে দিশেহারা করে ফেলে। রাইফেলস্ দলের জয়নাল, গোলাম রসুল, মাহবুব, মনফর ও ওবায়েদ প্রমুখ খেলোয়াড়রা ছিলো অপ্রতিরোধ্য।

নেপাল হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের আমন্ত্রণে তিন দিনব্যাপী এই সফর শেষে রাইফেলস্ দল সড়ক যোগে পাহাড়ী রাস্তা ধরে ভারত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসে।

নেপালে মহিলা আনসার হ্যাণ্ডবল দলের বিপুল বিজয়

নেপাল হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের আমন্ত্রণে জাতীয় হ্যাণ্ডবল চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আনসার মহিলা হ্যাণ্ডবল দলের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল গত ০১ এপ্রিল '৮৫ইং তারিখে বাংলাদেশ বিমান যোগে নেপাল যায়। নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডু শহরের ত্রিভুবন বিমান বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথে নেপাল হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জনাব শ্যাম সুন্দর অধিকারী দলকে সাদর সংবর্ধনা জানান।

নেপাল হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন কাঠমুণ্ডু কেন্দ্রীয় স্টেডিয়ামে ৪, ৫ এবং ৬ই এপ্রিল '৮৫ইং তারিখে তিনটি খেলার আয়োজন করেন। ৪ঠা এপ্রিল '৮৫ইং তারিখে কাঠমুণ্ডু মহিলা দলের সাথে প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ দল ১৬-৮ গোলে জয়ী হয়। ৫ এবং ৬ তারিখে নেপাল জাতীয় দলের সাথে দু'টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় খেলায়ই বাংলাদেশ মহিলা (আনসার) দল ১৫-৪ এবং ১৯-৭ গোলে নেপাল জাতীয় দলকে পরাজিত করে। বাংলাদেশ দলের পক্ষে শামিমা, মিউরেল গোমেজ, শিরিন আক্তার, আখেরুননেছা এবং জুলেখা আক্তার অত্যন্ত সুন্দর ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে নেপাল দলের রাজু কারকি, পুষ্প গোরাং এবং রমা খিস্তা ভাল খেলেন।

নেপালে অবস্থানকালে বাংলাদেশের (আনসার) হ্যাণ্ডবল দল নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং নেপাল সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়াও এ দলের কাঠমুণ্ডু শহরের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক বিভিন্ন স্থানগুলো পরিদর্শন করার সুযোগ হয়।

বাংলাদেশ হ্যাণ্ডবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বেগম রওশন আরা ওয়াজহি এবং জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন এই দলের সাথে নেপালে যান। ৮ই এপ্রিল '৮৫ তারিখে এই দল দেশে ফিরে আসে। এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা (আনসার) হ্যাণ্ডবলের ম্যানেজার এর দায়িত্বে ক্যাপ্টেন মুনির ইকবাল হামিদ (অবঃ), সহকারী ম্যানেজার মিঃ সামসুজ্জামান এবং কোচ এর দায়িত্বে ছিলেন ইকবাল খান।

চিত্রে সুইডেন দলের বাংলাদেশ সফর

চিত্রে হ্যাণ্ডবল

অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত

ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড

ব্যবসা বানিজ্যে শিল্পে
অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধন
এবং আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে
বেসরকারী খাতে প্রথম বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান

বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার
সফল সমন্বয়ে এন সি এল

উৎসাহী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে
নূতন সুযোগ সম্ভাবনা সৃষ্টির স্বার্থে
এন সি এল

এন সি এল শুধু উদ্যোগের অংশীদারই নয়—
স্তর পরম্পরায় সার্বিক সহযোগীও এন সি এল

ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড
অর্থকরী উদ্যোগ সহায়ক একটি আর্থ প্রতিষ্ঠান
৭-৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।